রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ৮, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল, ২০০৯/২৫শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই এপ্রিল, ২০০৯ (২৩শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ২৭ নং আইন

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ পুনঃ প্রচলন এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) পুনঃপ্রচলন করা এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৩০ জুন, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর পুনঃপ্রচলন**।—স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা রহিত উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) একই সনের একই নম্বরে পুনঃপ্রচলন করা হইল।

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

৩। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন।**—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) **"অস্থায়ী চেয়ারম্যান"** অর্থ চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(খ) দফা (ঞ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঞ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(ঞ) **"পৌর প্রতিনিধি"** অর্থ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ)তে উল্লিখিত পৌরসভার মেয়র বা সাময়িকভাবে তাহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(গ) দফা (ঠ) ও (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ), (ড) ও (ঢ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(ঠ) **"ভাইস চেয়ারম্যান"** অর্থ পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান;

(ড) **"মহিলা সদস্য"** অর্থ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) তে উল্লেখিত পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য;

(ঢ) **"সদস্য"** অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানসহ অন্য যে কোন সদস্য।

৪। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

৬। **পরিষদের গঠন।**—(১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান, যাহার মধ্যে একজন মহিলা হইবেন;

(গ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সাময়িকভাবে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(ঘ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভা, যদি থাকে, এর মেয়র বা সাময়িকভাবে মেয়রের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের দ্বারা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হইবেন।

(৩) কোন উপজেলার এলাকাভুক্ত কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বাতিল হইবার কারণে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ) এর অধীন উপজেলা পরিষদের সদস্য থাকিবেন না এবং এইরূপ সদস্য না থাকিলে উক্ত উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৪) প্রত্যেক উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা, যদি থাকে, এর মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সম সংখ্যক আসন, অতঃপর সংরক্ষিত আসন বলিয়া উল্লিখিত, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, যাহারা উক্ত উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা, যদি থাকে, এর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কাউন্সিলরগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় কোন কিছুই কোন মহিলাকে সংরক্ষিত আসন বহির্ভূত আসনে সরাসরি নির্বাচন করিবার অধিকারকে বারিত করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারার অধীন সংরক্ষিত আসনে সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, যদি উক্ত সংখ্যার ভগ্নাংশ থাকে এবং উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেক বা তদূর্ধ্ব হয়, তবে উহাকে পূর্ণ সংখ্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং যদি উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেকের কম হয়, তবে উহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন উপজেলা পরিষদ গঠিত হইবার পর উহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে নূতন পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হইবার কারণে উপজেলা পরিষদের পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত আসন সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না এবং এই কারণে বিদ্যমান উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৬) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ) তে উল্লিখিত ব্যক্তি এই আইনের অধীন পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৭) কোন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এর পদসহ শতকরা ৭৫ ভাগ সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে এবং নির্বাচিত সদস্যগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে, পরিষদ, এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যথাযথভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ গঠিত পরিষদের মোট সদস্যের (৭৫%) পঁচাত্তর শতাংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের উদ্ভব হইলে এবং তাহা দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশের কম হইলে অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ বা তার বেশী হইলে তাহা এক গণ্য করিতে হইবে।

৫। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৮ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র ফরমের পরিবর্তে নিম্নরূপ শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র ফরম প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

<u>শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র</u>

আমি...

.....................পিতা/স্বামী...

....জেলা.................
....উপজেলার চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

স্বাক্ষর";

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১০ এর—

(ক) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ব্যাখায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১১ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১২ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণের" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণ" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১৩ এর—

(ক) উপধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (২) এর—

(অ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(আ) শর্তাংশে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপধারা (৩) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপধারা (৪) এ উল্লিখিত "(খ) ও (গ)" বন্ধনীগুলি ও বর্ণগুলির পরিবর্তে "(গ) ও (ঘ)" বন্ধনীগুলি ও বর্ণগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপধারা (৫) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১৪ এর—

(ক) উপান্তটীকায় "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

১৫। **অস্থায়ী চেয়ারম্যান ও প্যানেল।**—(১) পরিষদ গঠিত হইবার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার এক মাসের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানগণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে অগ্রাধিকারক্রমে দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি চেয়ারম্যানের প্যানেল নির্বাচিত করিবেন।

(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যুজনিত অথবা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে নতুন চেয়ারম্যানের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যানের প্যানেলভুক্ত ভাইস চেয়ারম্যানগণ অযোগ্য হইলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যগণের মধ্য হইতে নতুন চেয়ারম্যানের প্যানেল তৈরী করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) ও (৪) অনুযায়ী চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচিত না হইলে সরকার প্রয়োজন অনুসারে চেয়ারম্যান প্যানেল তৈরী করিতে পারিবে।

১৩। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১৬ এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১৭ তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১৯ এর দফা (ক) ও (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) ও (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে; এবং

(খ) কোন ব্যক্তির নাম যে উপজেলার ভোটার তালিকায় আপাততঃ লিপিবদ্ধ থাকিবে, তিনি সেই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যনের নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন।

১৬। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ২১ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ২২ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

২৫। **পরিষদের উপদেষ্টা।**—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

(২) সরকারের সহিত কোন বিষয়ে পরিষদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিষদকে উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে অবহিত রাখিতে হইবে।

২০। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(২) পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

২১। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এ অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরে "ও সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২২। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

২৯। **কমিটি।**—(১) পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য যে কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তির সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি হইতে পারিবেন না।

(২) পরিষদ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে **১**(এক)টি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে ঃ

(ক) আইন-শৃঙ্খলা;

(খ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;

(গ) কৃষি ও সেচ;

(ঘ) শিক্ষা;

(ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা;

(চ) যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন;

(ছ) মহিলা ও শিশু উন্নয়ন;

(জ) সমাজকল্যাণ;

(ঝ) ভূমি;

(ঞ) মৎস্য ও পশুসম্পদ;

(ট) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়;

(ঠ) তথ্য ও সংস্কৃতি;

(ড) বন ও পরিবেশ;

(ঢ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

(৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা এই ধারার অধীন গঠিত তদসংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন।

(৪) স্থায়ী কমিটি ইহার কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত (co-opt) করিতে পারিবে।

(৫) স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য (co-opt member) এবং সদস্য-সচিবের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

২৩। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৩৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৩৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

৩৩। **পরিষদের সচিব।**—উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদের সচিব হইবেন এবং তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

২৪। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৫। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৪২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (৩) এ অবস্থিত "উন্নয়ন পরিকল্পনার" শব্দগুলির পরে "বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৬। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৪৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৪৩ এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৫৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৮। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ক) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) দফা (গ) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(গ) দফা (ণ) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৬৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৬৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর রহিত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) রহিত অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত আদেশ, কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন এই আইন দ্বারা পুনঃপ্রচলন হওয়া উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ, কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন বলিয়া গণ্য হইবে।

৩১। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের প্রথম তফসিল এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের প্রথম তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রথম তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

প্রথম তফসিল

[ধারা ৩(১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম উপজেলাসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১	পঞ্চগড়	১। আটোয়ারী
		২। তেতুলিয়া
		৩। বোদা
		৪। দেবীগঞ্জ
		৫। পঞ্চগড় সদর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
০২	ঠাকুরগাঁও	৬। বালিয়াডাঙ্গা
		৭। হরিপুর
		৮। রাণীশংকাইল
		৯। পীরগঞ্জ
		১০। ঠাকুরগাঁও সদর
০৩	দিনাজপুর	১১। বিরামপুর
		১২। বীরগঞ্জ
		১৩। বোচাগঞ্জ
		১৪। চিরিরবন্দর
		১৫। ঘোড়াঘাট
		১৬। ফুলবাড়ী
		১৭। বিরল
		১৮। দিনাজপুর সদর
		১৯। হাকিমপুর
		২০। কাহারোল
		২১। খানসামা
		২২। নবাবগঞ্জ
		২৩। পার্বতীপুর
০৪	নীলফামারী	২৪। ডিমলা
		২৫। ডোমার
		২৬। নীলফামারী সদর
		২৭। জলঢাকা
		২৮। কিশোরগঞ্জ
		২৯। সৈয়দপুর
০৫	লালমনিরহাট	৩০। হাতীবান্ধা
		৩১। কালীগঞ্জ
		৩২। পাটগ্রাম
		৩৩। আদিতমারী
		৩৪। লালমনিরহাট সদর
০৬	রংপুর	৩৫। গঙ্গাচড়া
		৩৬। কাউনিয়া

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৩৭। পীরগাছা
		৩৮। রংপুর সদর
		৩৯। বদরগঞ্জ
		৪০। মিঠাপুকুর
		৪১। পীরগঞ্জ
		৪২। তারাগঞ্জ
০৭	কুড়িগ্রাম	৪৩। ভুরুংগামারী
		৪৪। চিলমারী
		৪৫। ফুলবাড়ী
		৪৬। রাজিবপুর
		৪৭। রৌমারী
		৪৮। কুড়িগ্রাম সদর
		৪৯। নাগেশ্বরী
		৫০। রাজারহাট
		৫১। উলিপুর
০৮	গাইবান্ধা	৫২। ফুলছড়ি
		৫৩। গাইবান্ধা সদর
		৫৪। পলাশবাড়ী
		৫৫। সাঘাটা
		৫৬। গোবিন্দগঞ্জ
		৫৭। সাদুল্লাপুর
		৫৮। সুন্দরগঞ্জ
০৯	জয়পুরহাট	৫৯। আক্কেলপুর
		৬০। পাঁচবিবি
		৬১। জয়পুরহাট সদর
		৬২। কালাই
		৬৩। ক্ষেতলাল
১০	বগুড়া	৬৪। আদমদীঘি
		৬৫। ধুনট
		৬৬। নন্দীগ্রাম
		৬৭। সারিয়াকান্দি
		৬৮। সোনাতলা
		৬৯। বগুড়া সদর
		৭০। দুপচাঁচিয়া

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৭১। গাবতলী
		৭২। কাহালু
		৭৩। শিবগঞ্জ
		৭৪। শেরপুর
		৭৫। শাজাহানপুর
১১	নওয়াবগঞ্জ	৭৬। নওয়াবগঞ্জ সদর
		৭৭। নাচোল
		৭৮। শিবগঞ্জ
		৭৯। ভোলাহাট
		৮০। গোমস্তাপুর
১২	নওগাঁ	৮১। আত্রাই
		৮২। বদলগাছি
		৮৩। ধামইরহাট
		৮৪। মান্দা
		৮৫। পোরশা
		৮৬। সাপাহার
		৮৭। মহাদেবপুর
		৮৮। নওগাঁ সদর
		৮৯। নিয়ামতপুর
		৯০। পত্নীতলা
		৯১। রাণীনগর
১৩	রাজশাহী	৯২। বাগমারা
		৯৩। মোহনপুর
		৯৪। পবা
		৯৫। পুঠিয়া
		৯৬। তানোর
		৯৭। বাঘা
		৯৮। চারঘাট
		৯৯। দুর্গাপুর
		১০০। গোদাগাড়ী
১৪	নাটোর	১০১। বাগাতিপাড়া
		১০২। গুরুদাশপুর
		১০৩। নাটোর সদর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		১০৪। বড়াইগ্রাম
		১০৫। লালপুর
		১০৬। সিংড়া
১৫	সিরাজগঞ্জ	১০৭। কামারখন্দ
		১০৮। রায়গঞ্জ
		১০৯। শাহজাদপুর
		১১০। সিরাজগঞ্জ সদর
		১১১। উল্লাপাড়া
		১১২। বেলকুচি
		১১৩। চৌহালী
		১১৪। কাজিপুর
		১১৫। তাড়াশ
১৬	পাবনা	১১৬। বেড়া
		১১৭। ফরিদপুর
		১১৮। ঈশ্বরদী
		১১৯। পাবনা সদর
		১২০। সাঁথিয়া
		১২১। আটঘরিয়া
		১২২। ভাঙ্গুড়া
		১২৩। চাটমোহর
		১২৪। সুজানগর
১৭	মেহেরপুর	১২৫। গাংনী
		১২৬। মেহেরপুর সদর
		১২৭। মুজিবনগর
১৮	কুষ্টিয়া	১২৮। ভেড়ামারা
		১২৯। দৌলতপুর
		১৩০। মিরপুর
		১৩১। খোকসা
		১৩২। কুমারখালী
		১৩৩। কুষ্টিয়া সদর
১৯	চুয়াডাংগা	১৩৪। আলমডাংগা
		১৩৫। চুয়াডাংগা সদর
		১৩৬। দামুরহুদা
		১৩৭। জীবননগর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
২০	ঝিনাইদহ	১৩৮। কালীগঞ্জ
		১৩৯। কোটচাঁদপুর
		১৪০। মহেশপুর
		১৪১। হরিণাকুণ্ডু
		১৪২। ঝিনাইদহ সদর
		১৪৩। শৈলকূপা
২১	যশোহর	১৪৪। চৌগাছা
		১৪৫। যশোহর সদর
		১৪৬। ঝিকরগাছা
		১৪৭। শারশা
		১৪৮। অভয়নগর
		১৪৯। বাঘারপাড়া
		১৫০। কেশবপুর
		১৫১। মনিরামপুর
২২	মাগুরা	১৫২। মোহাম্মদপুর
		১৫৩। শালিখা
		১৫৪। মাগুরা সদর
		১৫৫। শ্রীপুর
২৩	নড়াইল	১৫৬। লোহাগড়া
		১৫৭। কালিয়া
		১৫৮। নড়াইল সদর
২৪	বাগেরহাট	১৫৯। বাগেরহাট সদর
		১৬০। চিতলমারী
		১৬১। ফকিরহাট
		১৬২। কচুয়া
		১৬৩। মোল্লাহাট
		১৬৪। মোংলা
		১৬৫। মোড়লগঞ্জ
		১৬৬। রামপাল
		১৬৭। শরণখোলা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
২৫	খুলনা	১৬৮। দীঘলিয়া
		১৬৯। ফুলতলা
		১৭০। রূপসা
		১৭১। তেরখাদা
		১৭২। বাটিয়াঘাটা
		১৭৩। দাকোপ
		১৭৪। ডুমুরিয়া
		১৭৫। কয়রা
		১৭৬। পাইকগাছা
২৬	সাতক্ষীরা	১৭৭। কালিগঞ্জ
		১৭৮। শ্যামনগর
		১৭৯। আশাশুনি
		১৮০। দেবহাটা
		১৮১। কলারোয়া
		১৮২। সাতক্ষীরা সদর
		১৮৩। তালা
২৭	বরগুনা	১৮৪। আমতলী
		১৮৫। বরগুনা সদর
		১৮৬। পাথরঘাটা
		১৮৭। বেতাগী
		১৮৮। বামনা
২৮	পটুয়াখালী	১৮৯। বাউফল
		১৯০। মির্জাগঞ্জ
		১৯১। পটুয়াখালী সদর
		১৯২। দশমিনা
		১৯৩। গলাচিপা
		১৯৪। কলাপাড়া
		১৯৫। দুমকি
২৯	ভোলা	১৯৬। চরফ্যাশন
		১৯৭। লালমোহন
		১৯৮। মনপুরা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		১৯৯। তজুমুদ্দিন
		২০০। ভোলা সদর
		২০১। বোরহান উদ্দিন
		২০২। দৌলতখান
৩০	বরিশাল	২০৩। আগৈলঝাড়া
		২০৪। বরিশাল সদর
		২০৫। বাবুগঞ্জ
		২০৬। গৌরনদী
		২০৭। উজিরপুর
		২০৮। হিজলা
		২০৯। বাকেরগঞ্জ
		২১০। মেহেন্দিগঞ্জ
		২১১। মুলাদী
		২১২। বানারীপাড়া
৩১	ঝালকাঠি	২১৩। ঝালকাঠি সদর
		২১৪। রাজাপুর
		২১৫। কাঠালিয়া
		২১৬। নলছিটি
৩২	পিরোজপুর	২১৭। ভান্ডারিয়া
		২১৮। মঠবাড়িয়া
		২১৯। পিরোজপুর সদর
		২২০। কাউখালি
		২২১। নাজিরপুর
		২২২। নেছারাবাদ
		২২৩। জিয়ানগর
৩৩	সুনামগঞ্জ	২২৪। বিশ্বম্ভরপুর
		২২৫। ছাতক
		২২৬। ধর্মপাশা
		২২৭। দোয়ারাবাজার

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		২২৮। তাহেরপুর
		২২৯। দিরাই
		২৩০। জামালগঞ্জ
		২৩১। জগন্নাথপুর
		২৩২। সুনামগঞ্জ সদর
		২৩৩। শাল্লা
		২৩৪। দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
৩৪	সিলেট	২৩৫। বিয়ানীবাজার
		২৩৬। কোম্পানীগঞ্জ
		২৩৭। গোলাপগঞ্জ
		২৩৮। গোয়াইনঘাট
		২৩৯। জৈন্তাপুর
		২৪০। কানাইঘাট
		২৪১। জকিগঞ্জ
		২৪২। বালাগঞ্জ
		২৪৩। বিশ্বনাথ
		২৪৪। ফেঞ্চুগঞ্জ
		২৪৫। সিলেট সদর
		২৪৬। দক্ষিণ সুরমা
৩৫	মৌলভীবাজার	২৪৭। কমলগঞ্জ
		২৪৮। মৌলভীবাজার সদর
		২৪৯। রাজনগর
		২৫০। বড়লেখা
		২৫১। কুলাউড়া
		২৫২। শ্রীমঙ্গল
		২৫৩। জুরি
৩৬	হবিগঞ্জ	২৫৪। আজমিরীগঞ্জ
		২৫৫। বানিয়াচং
		২৫৬। লাখাই
		২৫৭। নবীগঞ্জ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		২৫৮। হবিগঞ্জ সদর
		২৫৯। বাহুবল
		২৬০। চুনারুঘাট
		২৬১। মাধবপুর
৩৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৬২। বাঞ্ছারামপুর
		২৬৩। নাছিরনগর
		২৬৪। নবীনগর
		২৬৫। সরাইল
		২৬৬। বি-বাড়ীয়া সদর
		২৬৭। আখাউড়া
		২৬৮। কসবা
		২৬৯। আশুগঞ্জ
৩৮	কুমিল্লা	২৭০। বুড়িচং
		২৭১। চান্দিনা
		২৭২। দাউদকান্দি
		২৭৩। দেবীদ্বার
		২৭৪। হোমনা
		২৭৫। মুরাদনগর
		২৭৬। বরুড়া
		২৭৭। ব্রাহ্মণপাড়া
		২৭৮। চৌদ্দগ্রাম
		২৭৯। কুমিল্লা সদর
		২৮০। লাকসাম
		২৮১। নাঙ্গলকোট
		২৮২। মেঘনা
		২৮৩। তিতাস
		২৮৪। মনহরগঞ্জ
		২৮৫। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৩৯	চাঁদপুর	২৮৬। ফরিদগঞ্জ
		২৮৭। হাইমচর
		২৮৮। কচুয়া
		২৮৯। শাহরাস্তি
		২৯০। চাঁদপুর সদর
		২৯১। হাজীগঞ্জ
		২৯২। মতলব
		২৯৩। মতলব (উত্তর)
৪০	ফেণী	২৯৪। ছাগলনাইয়া
		২৯৫। পরশুরাম
		২৯৬। সোনাগাজী
		২৯৭। দাগনভূঞা
		২৯৮। ফেণী সদর
		২৯৯। ফুলগাজী
৪১	নোয়াখালী	৩০০। চাটখিল
		৩০১। কোম্পানীগঞ্জ
		৩০২। হাতিয়া
		৩০৩। সেনবাগ
		৩০৪। বেগমগঞ্জ
		৩০৫। নোয়াখালী সদর
		৩০৬। সোনাইমুড়ী
		৩০৭। সুবর্ণচর
		৩০৮। কবিরহাট
৪২	লক্ষ্মীপুর	৩০৯। রায়পুর
		৩১০। রামগতি
		৩১১। রামগঞ্জ
		৩১২। লক্ষ্মীপুর সদর
		৩১৩। কমল নগর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৪৩	চট্টগ্রাম	৩১৪। আনোয়ারা
		৩১৫। বাঁশখালী
		৩১৬। বোয়ালখালী
		৩১৭। চন্দনাইশ
		৩১৮। লোহাগড়া
		৩১৯। পটিয়া
		৩২০। সাতকানিয়া
		৩২১। ফটিকছড়ি
		৩২২। হাটহাজারি
		৩২৩। মিরশ্বরাই
		৩২৪। রাঙ্গুনিয়া
		৩২৫। রাউজান
		৩২৬। সন্দ্বীপ
		৩২৭। সীতাকুণ্ড
৪৪	কক্সবাজার	৩২৮। চকরিয়া
		৩২৯। টেকনাফ
		৩৩০। উখিয়া
		৩৩১। রামু
		৩৩২। কক্সবাজার সদর
		৩৩৩। কুতুবদিয়া
		৩৩৪। মহেশখালী
		৩৩৫। পেকুয়া
৪৫	খাগড়াছড়ি	৩৩৬। দীঘিনালা
		৩৩৭। খাগড়াছড়ি সদর
		৩৩৮। লক্ষ্মীছড়ি
		৩৩৯। মহালছড়ি
		৩৪০। মানিকছড়ি
		৩৪১। মাটিরাঙ্গা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৩৪২। পানছড়ি
		৩৪৩। রামগড়
৪৬	রাঙ্গামাটি	৩৪৪। বরকল
		৩৪৫। বাঘাইছড়ি
		৩৪৬। বিলাইছড়ি
		৩৪৭। জুরাইছড়ি
		৩৪৮। কাপ্তাই
		৩৪৯। কাউখালী
		৩৫০। লংগদু
		৩৫১। নানিয়ার চর
		৩৫২। রাজস্থলী
		৩৫৩। রাঙ্গামাটি সদর
৪৭	বান্দরবান	৩৫৪। আলীকদম
		৩৫৫। বান্দরবান সদর
		৩৫৬। লামা
		৩৫৭। নাইক্ষ্যংছড়ি
		৩৫৮। রোয়াংছড়ি
		৩৫৯। রুমা
		৩৬০। থানচি
৪৮	টাঙ্গাইল	৩৬১। গোপালপুর
		৩৬২। কালিহাতী
		৩৬৩। মধুপুর
		৩৬৪। টাঙ্গাইল সদর
		৩৬৫। ভূয়াপুর
		৩৬৬। ঘাটাইল
		৩৬৭। মির্জাপুর
		৩৬৮। নাগরপুর
		৩৬৯। সখিপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৩৭০। দেলদুয়ার
		৩৭১। বাসাইল
		৩৭২। ধনবাড়ী
৪৯	জামালপুর	৩৭৩। বক্সীগঞ্জ
		৩৭৪। দেওয়ানগঞ্জ
		৩৭৫। ইসলামপুর
		৩৭৬। মাদারগঞ্জ
		৩৭৭। জামালপুর সদর
		৩৭৮। সরিষাবাড়ী
		৩৭৯। মেলান্দহ
৫০	শেরপুর	৩৮০। ঝিনাইগাতী
		৩৮১। নালিতাবাড়ী
		৩৮২। শ্রীবর্দি
		৩৮৩। নকলা
		৩৮৪। শেরপুর সদর
৫১	ময়মনসিংহ	৩৮৫। ভালুকা
		৩৮৬। ফুলবাড়ীয়া
		৩৮৭। গফরগাঁও
		৩৮৮। ময়মনসিংহ সদর
		৩৮৯। মুক্তাগাছা
		৩৯০। ত্রিশাল
		৩৯১। গৌরীপুর
		৩৯২। হালুয়াঘাট
		৩৯৩। ঈশ্বরগঞ্জ
		৩৯৪। নান্দাইল
		৩৯৫। ধোবাউড়া
		৩৯৬। ফুলপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৫২	নেত্রকোণা	৩৯৭। বারহাট্টা
		৩৯৮। খালিয়াজুরী
		৩৯৯। কলমাকান্দা
		৪০০। মদন
		৪০১। মোহনগঞ্জ
		৪০২। আটপাড়া
		৪০৩। দূর্গাপুর
		৪০৪। কেন্দুয়া
		৪০৫। নেত্রকোণা সদর
		৪০৬। পূর্বধলা
৫৩	কিশোরগঞ্জ	৪০৭। হোসেনপুর
		৪০৮। ইটনা
		৪০৯। করিমগঞ্জ
		৪১০। কিশোরগঞ্জ সদর
		৪১১। মিঠামইন
		৪১২। পাকুন্দিয়া
		৪১৩। তাড়াইল
		৪১৪। অষ্টগ্রাম
		৪১৫। বাজিতপুর
		৪১৬। ভৈরববাজার
		৪১৭। কুলিয়ারচর
		৪১৮। কটিয়াদি
		৪১৯। নিকলী
৫৪	মানিকগঞ্জ	৪২০। হরিরামপুর
		৪২১। মানিকগঞ্জ সদর
		৪২২। সিংগাইর
		৪২৩। দৌলতপুর
		৪২৪। ঘিওর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৪২৫। সাটুরিয়া
		৪২৬। শিবালয়
৫৫	মুন্সিগঞ্জ	৪২৭। লৌহজং
		৪২৮। সিরাজদিখান
		৪২৯। শ্রীনগর
		৪৩০। গজারিয়া
		৪৩১। মুন্সীগঞ্জ সদর
		৪৩২। টঙ্গীবাড়ী
৫৬	ঢাকা	৪৩৩। ধামরাই
		৪৩৪। কেরাণীগঞ্জ
		৪৩৫। সাভার
		৪৩৬। দোহার
		৪৩৭। নওয়াবগঞ্জ
৫৭	গাজীপুর	৪৩৮। গাজীপুর সদর
		৪৩৯। কালিয়াকৈর
		৪৪০। শ্রীপুর
		৪৪১। কালিগঞ্জ
		৪৪২। কাপাসিয়া
৫৮	নরসিংদী	৪৪৩। নরসিংদী সদর
		৪৪৪। বেলাবো
		৪৪৬। রায়পুরা
		৪৪৭। মনোহরদি
		৪৪৮। পলাশ
		৪৪৯। শিবপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৫৯	নারায়ণগঞ্জ	৪৫০। আড়াইহাজার
		৪৫১। সোনারগাঁও
		৪৫২। রূপগঞ্জ
		৪৫৩। বন্দর
		৪৫৪। নারায়ণগঞ্জ সদর
৬০	রাজবাড়ী	৪৫৫। গোয়ালন্দ
		৪৫৬। রাজবাড়ী সদর
		৪৫৭। বালিয়াকান্দি
		৪৫৮। পাংশা
৬১	ফরিদপুর	৪৫৯। ভাংগা
		৪৬০। চরভদ্রাসন
		৪৬১। নগরকান্দা
		৪৬২। ফরিদপুর সদর
		৪৬৩। সদরপুর
		৪৬৪। আলফাডাঙ্গা
		৪৬৫। বোয়ালমারী
		৪৬৬। মধুখালী
		৪৬৭। সালথা
৬২	গোপালগঞ্জ	৪৬৮। কাশিয়ানী
		৪৬৯। মকসুদপুর
		৪৭০। গোপালগঞ্জ সদর
		৪৭১। কোটালিপাড়া
		৪৭২। টুঙ্গীপাড়া

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৬৩	মাদারীপুর	৪৭৩। রাজৈর
		৪৭৪। শিবচর
		৪৭৫। কালকিনি
		৪৭৬। মাদারীপুর সদর
৬৪	শরিয়তপুর	৪৭৭। নড়িয়া
		৪৭৮। শরিয়তপুর সদর
		৪৭৯। জাজিরা
		৪৮০। ভেদরগঞ্জ
		৪৮১। ডামুড্যা
		৪৮২। গোসাইরহাট।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবু ইউসুফ (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd